বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মানববন্ধনে
’৭২-এর সংবিধানের অসাম্প্রদায়িক চেতনার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি

’৭২-এর সংবিধানের অসাম্প্রদায়িক নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, এই সংবিধানের মূলনীতির পরিপন্থী কোন কিছু সংবিধানে সংযোজন না করা, দেশের সকল আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার স্বীকৃতি প্রদান, সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে এক তৃতীয়াংশ বা ন্যূনতম ১০০টি করতে হবে এবং সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌর সভায় সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সকল নারী প্রতিনিধিদের সমঅধিকারের ভিত্তিতে দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার ও দত্তক আইনে দেশের ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করা, প্রচলিত বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন পরিবর্তন করা, অভিন্ন পারিবারিক আইনের বিধান করা, সিডও সনদের আলোকে এবং সংবিধানে সমতার নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক সকল বৈষম্যমূলক আইন পরিবর্তন করার দাবিতে আজ ২৯ জুন বিকেল ৪ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এক মানববন্ধন করে।

মানববন্ধনের ঘোষণায় বলা হয়, ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের সংবিধান। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালে প্রণীত হয়। এই সংবিধানে জাতি এবং সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের নারী-পুরুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল। ’৭২-এর সংবিধানের মূল নীতিগুলো হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। অগণতান্ত্রিক সরকার, স্বৈরশাসক দ্বারা বহুবার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সংবিধানের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক সমতার চরিত্র বিনষ্ট করা হয়েছে। চারটি মূলনীতি পরিবর্তন করে সামরিক শাসক এবং স্বৈরশাসক কর্তৃক সংবিধানের ৫ম ও ৮ম সংশোধনী দ্বারা সংবিধানের একটি সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া হয়েছে।

ঘোষণায় আরো বলা হয়, নারীর প্রতি সহিংসতা সংক্রান্ত জাতিসংঘ প্রণিত সংজ্ঞার আলোকে সংবিধানে নারী নির্যাতনকে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় উন্নয়নের বাধা হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। সুপ্রিমকোর্ট সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিলের পক্ষে রায় দিয়েছে। যার ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সংবিধানের মূল জায়গায় ফিরে যেতে পারবে। বর্তমান সরকার সংবিধানের প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক কিছু সংশোধন, সংযোজন করে '৭২-এর মূল চেতনায় ফিরিয়ে নিতে একটি সংবিধান সংশোধন বিশেষ কমিটি গঠন করেছে। কিন্তু আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি যে, সংবিধান সংশোধনের জন্য গঠিত বিশেষ কমিটি সম্প্রতি ৫১ দফা সুপারিশ সংসদে জমা দিয়েছে, যেখানে '৭২-এর সংবিধানের চার মূলনীতি পুনঃস্থাপনের পাশাপাশি ৫ম ও ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে জারিকৃত 'বিসমিল্লাহ..' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' বহাল রাখার কথা বলা হয়েছে, যা সংবিধানের মূলনীতি এবং হাইকোর্টের রায়ের পরিপন্থী। পঞ্চদশ সংশোধনীতেও এই ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজে সাম্প্রদায়িক বিভেদ, বৈষম্য, সন্ত্রাস ও সংঘাতের ক্ষেত্র এবং জঙ্গী মৌলবাদের উত্থানের পথ প্রশস্ত হবে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মনে করে সংবিধানে মূল অসাম্প্রদায়িকতা ও সমতার নীতির আলোকে মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ফিরিয়ে আনতে হবে।

তাছাড়াও ধর্ম, প্রথা, ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে সংবিধানে নারীর প্রতি কোনোরকম বৈষম্যমূলক বিধান রাখা যাবে না। বর্তমানে জনজীবনে সমঅধিকারের বিধান থাকলেও ব্যক্তিজীবন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে স্ব স্ব ধর্মীয় আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাতে করে নিজ ধর্মের নারী-পুরুষের মধ্যে এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নারীদের মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান থাকছে। যা সংবিধানের মূল যে সমতার নীতি তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হচ্ছে। সংবিধানেই বলা আছে বিদ্যমান কোনো আইন বা বিধান যদি সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে তা সংশোধন করতে হবে। এমন কি কার্যকর সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার উল্লেখ আছে। জাতিসংঘ ঘোষিত নারী নির্যাতনের

সংজ্ঞাকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন সংশোধন করা ও সমতার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ কার্যকর করার বিধান রাখার দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, সংগঠন সম্পাদক রাখী দাশ পুরকায়স্থ, আন্দোলন সম্পাদক রেখা চৌধুরী, আন্তর্জাতিক সম্পাদক রেখা সাহা, প্রচার ও গণমাধ্যম সম্পাদক কাজী সুফিয়া আখ্‌তার, ঢাকা মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক সারাবান তহুরা। এছাড়া মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, প্রশিক্ষণ গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক সীমা মোসলেম সহ শতাধিক নারী-পুরুষ।